বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক

গ্রামীণ এলাকাগুলোতে মূল ধারার আইনি সহায়তা প্রদান করার জন্য কমন সার্ভিস সেন্টার বা সর্বজনীন সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে টেলি-ল’ পদ্ধতি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ১০০০টি সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রের (সি.এস.সি.) মাধ্যমে সূচনা হবে অগ্রণী প্রকল্প

Posted On: 13 JUN 2017 11:10AM by PIB Kolkata

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ১০০০টি সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রের (সি.এস.সি.) মাধ্যমে সূচনা হবে অগ্রণী প্রকল্পের

এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১০০০ মহিলা প্যারা লিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবীর (পি.এল.ভি.) ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা হবে

টেলি-ল’ পরিষেবার কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ১০০০ সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রে (সি.এস.সি.) ডি.এল.ই.-দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

প্রান্তিক জনগণ এবং গ্রামীণ এলাকায় থাকা মানুষদের আইনি সহায়তা সহজভাবে প্রদান করানোর জন্য ভারত সরকার টেলি-ল’ পদ্ধতির সূচনা করেছে | দেশের সমস্ত অংশ জুড়ে পঞ্চায়েত স্তরে সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে আইনি সহায়তার পরিষেবা প্রদান করার জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রক ডিজিট্যাল ভারত কর্মসূচির পরিচালক ইলেক্ট্রনিকও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের (এম.ই.আই.টি.ওয়াই.) সহযোগী হয়েছে| প্রথম পর্যায়েউত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ৫০০টি সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রে অগ্রণী প্রকল্প হিসেবে এই‘টেলি-ল’-এর পরীক্ষা করা হবে, যাতে পর্যায়ক্রমে গোটা দেশ জুড়ে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার আগে এর প্রতিকুলতা বোঝা যায় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা যায়|

এই প্রকল্পের অধীনে ‘টেলি-ল’ নামের একটি পোর্টালের সূচনা হবে, যা সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে উপলব্ধ হবে| প্রযুক্তি নির্ভর এই মঞ্চের মাধ্যমে আইনি পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকরা সংযুক্ত হতে পারবেন| সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রে থাকা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আইনজীবীদের কাছ থেকে আইনি পরামর্শ পেতে মানুষকে সক্ষম করবে ‘টেলি-ল’| এছাড়া প্রান্তিক অংশের মানুষদের ন্যায় বিচার পাওয়ার বিষয়কে শক্তিশালী করতে ল’ স্কুলক্লিনিক, জেলা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আইনি সহায়তা ও সক্ষমতানিয়ে কাজ করা এন.জি.ও. ইত্যাদি নিজেদের মধ্যে সি.এস.সি.-এর মাধ্যমে সংযুক্ত হতে পারবে | জাতীয় আইনি সেবা কর্তৃপক্ষ অর্থাত নালসা আইনজীবিদের একটি তালিকা তৈরি করবে,যারা ১০০০টি সি.এস.সি.-এর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স করে আবেদনকারীকে আইনি পরামর্শ ও মতামত প্রদান করবেন| একটি বলিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিও তৈরি করা হচ্ছে,যার মাধ্যমে আবেদনকারীকে দেওয়া পরামর্শ গ্রহণ করার ফলে কতটুকু সুবিধাজনক হয়েছে, তানির্ণয় করা যাবে|

‘টেলি-ল’-এর সূচনার ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি, আইন ও বিচার মন্ত্রী শ্রী রবি শংকর প্রসাদ বলেন,“সর্বজনীন সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে আইনি পরিষেবা প্রদান করার জন্য ‘টেলি-ল’-এরসূচনার জন্য আনন্দিত | এই পদ্ধতি গরিব জনগণকে ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রদান করারক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করবে|” এছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি সর্বজনীন সেবাকেন্দ্র (সি.এস.সি.) একটি করে প্যারা লিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবীকে(পি.এল.ভি.) যুক্ত করবে, যিনি গ্রামীন জনগণের যোগাযোগের প্রথম গন্তব্য হবেন এবং আইনজীবীদের দেওয়া পরামর্শ বোঝা ও সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এইপি.এল.ভি. সম্পূর্ণ সহায়তা করবে| বিশেষ করে মহিলা পি.এল.ভি.-কে এই প্রকল্পেপ্রশক্ষণ ও সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে| এক হাজার মহিলা পি.এল.ভি.মূলধারার আইনি সহায়তার সঙ্গে সি.এস.সি.-এর মাধ্যমে কাজ করবেন| যার লক্ষ্য হচ্ছেমহিলা উদ্যোগীদের উৎসাহ প্রদান করা এবং মহিলা ক্ষমতায়নের পাশাপাশি মহিলাদের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করা|

এই প্রকল্পে একজন প্রশিক্ষিত পি.এল.ভি.-কে মাসে দশ দিনেরজন্য সি.এস.সি.-তে পাওয়া যাবে | এই পি.এল.ভি.-রা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে আইনজীবিদের যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন| তাছাড়া গৃহিত পরামর্শ অনুযায়ী আবেদনকারীর মামলার কতটুকু উন্নতি হয়েছে, তার রেকর্ড রাখবেন| প্রতি সপ্তাহেএই রেকর্ড তারা জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন| বিচার বিভাগ ও ইউনাইটেডনেশন ডেভেলপমেন্ট (ইউ.এন.ডি.পি.) প্রত্যন্ত অংশের মানুষের জন্য বিচার ব্যবস্থারল ভ্যতা নিয়ে যে কাজ করছে, তারই ধারাবাহিক পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রকল্প|

(Release ID: 1492623) Visitor Counter : 5

Background release reference

টেলি-ল’ পরিষেবার কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ১০০০ সর্বজনীন সেবাকেন্দ্রে (সি.এস.সি.) ডি.এল.ই.-দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে